



গ্রহদোষ আসলে কী ????

গ্রহদোষ মানতে কোনও অভিশাপ নয়। এটা আসলে একটা অসমতা। কোনও শক্তি বেশি, কোনও শক্তি কম।

কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, একটা পাথর কি মানুষের চরিত্র বদলাতে পারে? অভ্যাস বদলাতে পারে? কর্মফল বদলাতে পারে?

জ্যোতিষের গভীরে গেলে উত্তরটা একটু অন্যরকম।

কোন গ্রহের জন্ম সাধারণত কোন রত্ন বলা হয়:-

1. সূর্য ☐ মানকি
2. চন্দ্র ☐ মুক্তা
3. মঙ্গল ☐ লাল প্রবাল
4. বুধ ☐ পান্না
5. বৃহস্পতি ☐ পুখরাজ
6. শুক্র ☐ হীরা / সাদা পুখরাজ
8. শনি ☐ নীলম
9. রাহু ☐ গোমদে
10. কету ☐ লহসুনঘিা (ক্যাটস আই)

গভীর সত্য'

অনেকে সময় রত্ন দরকার হয়। কিন্তু অনেকে সময় রত্ন ছাড়াও গ্রহ শান্ত হয়। গ্রহ শক্তির প্রতীক। আপনার আচরণ, আপনার কর্ম, আপনার শৃঙ্খলাই আসল রত্ন। রত্ন হলো বাহ্যিক সহায়তা।

কিন্তু অন্তরের সংশোধন- সটোই স্থায়ী সমাধান।

তাহলে কী করবনে-

- আগে সঠিক বিশ্লেষণ
- তারপর সিদ্ধান্ত
- অন্ধভাবে রত্ন নয়.
- সচেতনভাবে প্রতিকার

কারণ ভুল প্রতিকার---> সমস্যাও বাড়বে।

ভুল উপায়ে প্রতিকারের চেষ্টা করলে দীর্ঘময়োদী স্মৃতিভ্রংশ, উদ্বেগ বা হতাশার মতো জটিলতা দনি দনি বাড়তে পারে।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ভুল প্রতিকার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে কারণ ভুল রত্ন বা আংটি ভুল আঙুলে ধারণ করলে গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব উল্টে যেতে পারে, যা বাস্তব বা ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতা সৃষ্টিকরে। সঠিক জন্মছক বিশ্লেষণ না করে বা অপরিকল্পিত জ্যোতিষীর পরামর্শে প্রতিকার নলে সুফলের বদলে সমস্যা যমেন ছিল তমেনই থেকে যেতে পারে বা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

তাই, ভুল প্রতিকার ধারণ করলে তা উপকার না করে উল্টে সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

অবলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করাই হলো এই সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি।